Soul
অনাত্মীয় থেকে আত্মীয়...

No- X, October, 2026 The Monthly Newsletter of Liver Foundation, West Bengal

BEYOND MEDICINE
A DAY OF DIGNITY, COMPASSION AND HOPE



Saheli Chatterjee
Consultant Psychologist, **SPARSH**



Sometimes, the most meaningful thing we can offer someone who is suffering is not the promise that everything will be alright, but the reassurance that they will not have to face their suffering alone.For people living with chronic liver disease, everyday life brings physical discomfort, nutritional challenges, reduced mobility, repeated hospital visits, and deep uncertainty about the future. Behind every medical report lies a human story—of worried families, unspoken fears, and the courage to carry on. Beyond medical treatment, these individuals need something equally vital: the opportunity to be heard, understood, and treated with dignity.

This is where palliative care begins.
A Day of Connection and HopeOn 10th October, Phangisile Mtshali Auditorium, the auditorium of the Indian Institute of Liver and Digestive Sciences (IILDS) became a space became a space for connection, reflection, and hope as the SPARSH Palliative Care Team observed World Hospice and Palliative Care Day under the theme 'A Day of Dignity'.
The program commenced with a cultural performance by the SPARSH Team, followed by a welcome address by Dr. Partha Sarathi Mukherjee. Dr. Abhijit Chowdhury then eloquently highlighted the growing importance of palliative care in the modern era, emphasizing its role in enhancing patients' quality of life. During his speech Dr. Abhijit Chowdhury reflected on the deeper purpose of palliative care, emphasising the need to move beyond a purely mechanical approach to treatment and embrace a more compassionate, person-centred model of care.He reminded the audience that medicine must not become so focused on treating the disease that it forgets the person living with it. Dr. Abhijit Chowdhury said, "A hospitalisation should never be seen as the final gateway to death; rather, it should be an opportunity to ease suffering, restore comfort and help a person find strength in the days ahead.' Through palliative care, the goal is not merely to manage symptoms but to help individuals navigate the difficult journey of illness with emotional support, comfort and a renewed sense of control. Like a guiding lamp on a difficult road, palliative care may not always change the destination, but it can make the journey less painful, less frightening and more meaningful.

Even when a cure is no longer possible, compassion can still open doors to comfort, connection and a dignified end to life with minimal suffering.Dr. Partha Sarathi Mukherjee emphasised that a disease should never be allowed to become the entire identity of a person or place their life on hold. A diagnosis may change the course of someone's journey, but it should not take away their right to experience love, joy, belonging and meaningful human connections. Illness may become a part of the remaining chapters of life, and it may eventually lead to death, but it must never overshadow the humanity of the person living through it. Every patient is more than a medical report, a diagnosis or a collection of symptoms; each person is an individual with memories, relationships, hopes, fears and a unique story deserving respect.
This philosophy inspired the creation of the 'Dignity Wall'—a gentle yet powerful reminder that even as the body grows weaker, the human spirit deserves to be honored. Each message affirmed that dignity lies in being seen, heard, respected, and cared for.





A Multidisciplinary Approach to CareThe program continued with personal stories, a documentary screening, and meaningful discussions led by Dr. Shivam Jaiswal, shedding light on the everyday struggles of chronic illness. Team members then highlighted how holistic care transforms lives. Dr. Poulam Banerjee highlighted the role of physiotherapy in maintaining mobility and independence. Samarpita Sadhukhan emphasized the importance of targeted nutrition in building physical strength. Sreyasha Kolay addressed mental health and caregiver burden, focusing on the emotional strain carried by families.Caregiver narratives and patient performances reminded everyone that patients are not merely recipients of treatment; they are individuals with rich identities and dreams. For a few hours, the focus shifted from the disease to the person living with it—demonstrating that the first step toward healing is making space for someone's story.
Two Years of SPARSH: Care Beyond Hospital WallsThe name 'SPARSH', meaning touch, beautifully reflects this philosophy. Just as a gentle touch communicates reassurance when words fall short, compassionate care offers comfort when illness makes life uncertain.'SPARSH' is a palliative care initiative of the Liver Foundation, West Bengal, implemented by IILDS and supported by the Cipla Foundation. Over the past two years, the program has reached more than 150 patients living with chronic liver disease through a multidisciplinary team of physicians, nurses, counselors, nutritionists, and physiotherapists.







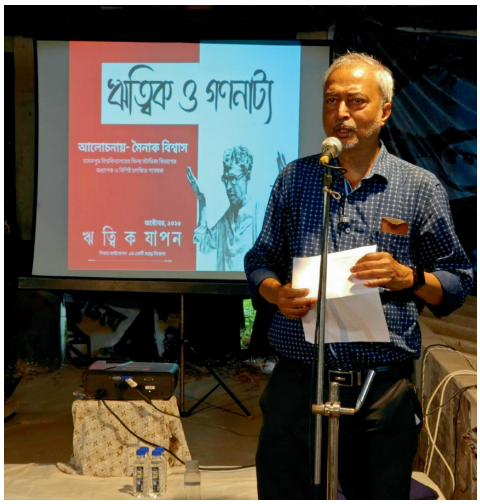


Experiences shared by family members of SPARSH palliative care recipients.

Changing the Story of IllnessPalliative care is often misunderstood as care reserved only for the final days of life. However, early integration at diagnosis—alongside ongoing medical treatment—improves overall quality of life. It allows hope to take different forms: sleeping peacefully, experiencing relief from discomfort, or sharing a meal with family.
Palliative care is not limited to cancer; people living with advanced liver disease, heart failure, kidney disease, or dementia benefit immensely from its holistic approach. When a disease cannot be cured, comfort can still be improved, relationships strengthened, and dignity preserved. Dignity is not the absence of dependence; it is the presence of respect. Carrying the Spirit ForwardAs youth volunteers took a pledge to uphold these values, the event concluded with a reminder that compassionate care is a collective responsibility. Building a society that respects people living with serious illnesses requires empathy and a willingness to look beyond a diagnosis.

The gathering at IILDS was more than an observance of World Hospice and Palliative Care Day. It was a celebration of patient's resilience, an acknowledgement of caregiver's sacrifices and a reaffirmation of the importance of dignity in healthcare.Perhaps that is what A Day of Dignity asks us to remember—not only on 10th October, but every day.

ঋত্বিক ও গণনাট্য : আলোচনায় সমৃদ্ধ ঋত্বিক যাপন



লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে ২০২৫ সালের ৪ ডিসেম্বর শুরু হয় ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'ঋত্বিক যাপন'। ঋত্বিক ঘটকের জীবন, চলচ্চিত্র ও শিল্পভাবনা নিয়ে এই আয়োজনের একাদশ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এই ৪ অক্টোবর। এদিনের আলোচনার বিষয় ছিল 'ঋত্বিক ও গণনাট্য'। আলোচক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক মৈনাক বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের সূচনায় লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় 'ঋত্বিক যাপন'-এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ঋত্বিক ঘটকের সৃষ্টিকে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁর শিল্পভাবনা, সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে মননশীল চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সেই সূত্রেই এদিনের আলোচনায় গুরুত্ব পায় গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস, ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং বাংলা চলচ্চিত্রে সমাজ ও ইতিহাসের প্রতিফলন।

মৈনাক বিশ্বাস 'ঋত্বিক ও গণনাট্য' শীর্ষক আলোচনায় ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলন, ১৯৪৩-এর বাংলার মন্বন্তর এবং ঋত্বিক ঘটকের শিল্প ভাবনার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট কীভাবে শিল্প-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম ও বঞ্চনা কীভাবে শিল্পের বিষয় হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়।

১৯৪২ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা IPTA-র সাংগঠনিক সূচনা এবং ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তর বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঔপনিবেশিক শাসনের নীতি, খাদ্যসংকট, মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যবণ্টনের ব্যর্থতায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অনাহার ও রোগে প্রাণ হারান। গ্রাম থেকে শহরে আসা অসংখ্য মানুষের দুর্দশা শিল্পীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। এই প্রেক্ষাপটে গণনাট্য আন্দোলন নাটক, গান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যমের সাহায্যে দারিদ্র্য, শোষণ ও মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন মঞ্চায়ন এই ধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক পরিবারের জীবন ও গ্রামীণ সমাজের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নাটকটি দুর্ভিক্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলিকেও সামনে আনে।

এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ঋত্বিক ঘটকের শিল্পভাবনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সমষ্টিগত শিল্পচর্চা ও শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নকে তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। দৃশ্য, শব্দ, সংগীত, অভিনয় ও সম্পাদনার স্বতন্ত্র ব্যবহারে তাঁর চলচ্চিত্রে ইতিহাস, স্মৃতি, বিচ্ছিন্নতা এবং মানুষের অস্তিত্বসংকট গভীর শিল্পরূপ পেয়েছে।

আলোচনায় বিমল রায়ের ছিন্নমূল (১৯৫০) চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গও উঠে আসে। দেশভাগের অভিঘাতে উদ্বাস্তু মানুষের বাস্তুচ্যুতি, জীবিকার সংকট ও নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রামকে ছবিটি গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরে। মৈনাক বিশ্বাস ছবিটির উন্নত মানের সংরক্ষিত প্রিন্টের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ যে ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গবেষণা, প্রদর্শনী এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস পুনর্মূল্যায়নের নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে, এই প্রসঙ্গ সেই সম্ভাবনাকেই সামনে আনে।

বর্ষ ব্যাপী 'ঋত্বিক যাপন'-এর সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। সারাদিন ধরে ঋত্বিক ঘটকের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে। বিকেলে কলকাতার 'সংস্তব নাট্যসংস্থা' মঞ্চস্থ করবে বের্টোল্ট ব্রেখটের 'গ্যালিলিও চরিত', যে নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, এই প্রযোজনার প্রথম মঞ্চায়ন হবে ওই দিন। চলচ্চিত্রকারের পাশাপাশি নাট্যকার ও অনুবাদক ঋত্বিক ঘটকের সৃষ্টিশীল পরিচয়কে নতুনভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ঋত্বিক ঘটকের শিল্প ও চিন্তাভাবনাকে ঘিরে এই উদ্যোগ আগামী দিনেও বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যচর্চায় নতুন ভাবনার দিশা দেখাবে, এমনই প্রত্যাশা।





ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৮) ছবিতে শিশু কাঞ্চনের চোখ দিয়ে কলকাতার আকর্ষণ ও কঠোর বাস্তবতার বৈপরীত্য ফুটে ওঠে। দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে গ্রাম-শহরের ব্যবধান এবং প্রান্তিক মানুষের জীবন উঠে আসে। ছবিটি সরাসরি মন্বন্তর নিয়ে নির্মিত না হলেও শহরমুখী মানুষের অভিজ্ঞতা বোঝার ক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে, কোমল গান্ধার (১৯৬১) গণনাট্য আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক বিভাজন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে। নাট্যদলের ভাঙন, শিল্পীদের মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার সংঘাতের পাশাপাশি দেশভাগের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার অভিঘাতও ছবিটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। গণনাট্যের ঐতিহ্যকে ধারণ করেও ঋত্বিক তার সীমাবদ্ধতা ও সংকটের সমালোচনা করেছেন।

আলোচনায় মন্বন্তর ও দেশভাগের পার্থক্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের কেন্দ্রে ছিল খাদ্যসংকট ও ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা; অন্যদিকে, ১৯৪৭-এর দেশভাগ মানুষের বাসস্থান, সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপর গভীর আঘাত হানে। ঐতিহাসিকভাবে পৃথক এই দুই বিপর্যয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতার কিছু অভিন্ন মানবিক প্রশ্ন রয়েছে। গণনাট্য আন্দোলন, ছিন্নমূল, বাড়ি থেকে পালিয়ে এবং কোমল গান্ধার—বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে এই সামাজিক সংকট, ইতিহাসের ক্ষত ও তার দীর্ঘস্থায়ী অভিঘাতের বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে।

মৈনাক বিশ্বাসের বক্তব্যের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রোতাদের নানা প্রশ্নে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সভাকক্ষ। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র, গণনাট্য আন্দোলন ও চলচ্চিত্র সংরক্ষণ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক বিশ্বাস ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে দেন। তাঁর সুচিন্তিত উত্তরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে আলোচনা। ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় এদিন আরও জানান, আগামী ৪ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস- এ।

TAKING BABY STEPS: WHERE AI MEETS GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY



Ankita Chatterjee
Assistant Professor, JCMLRI

Walking into the dedicated AI workshop at the World Congress of Gastroenterology (WCOG 2026), the room carried that distinct, charged hum familiar to anyone tracking medical computation: an intoxicating mix of genuine breakthrough and unbridled hype. As a research scientist, my day-to-day revolves around separating a robust statistical signal from data noise. Spending the day dissecting algorithms applied across endoscopy, hepatology, and surgical oncology made one thing abundantly clear: we are actively charting unknown territory, and we must be exceptionally deliberate about every step.

The breadth of modalities under investigation is staggering. Collaborative teams of experienced clinicians and data scientists are training models across histopathology, abdominal cross-sectional imaging, video endoscopy, and high-resolution luminal photographs. The workshop frequently anchored its discussions around the ACG 2024 guidance, the recently minted WEO 2026 documents, and proceedings from the ACG AI Summit. Yet, amid the slick interface demos, one statistic brought the entire room back to baseline: **only 0.03% of AI publications in medicine currently offer substantial clinical evidence.** Let that sink in. The medical literature is drowning in proof-of-concept models trained on static, curated datasets. The overwhelming majority of market claims lack prospective, multicenter validation. As scientists, our task is not to marvel at high AUC scores in sandbox environments, but to demand the evidentiary rigor that clinical translation requires.

Capsule endoscopy was a major technical highlight, particularly for monitoring inflammatory bowel disease (IBD) and ulcerative colitis. Researchers presented intricate Convolutional Neural Network (CNN) architectures engineered to flag active bleeding, mucosal erosions, and subtle Crohn's ulcerations across tens of thousands of frames per patient ingestion. A cited benchmark was a recent *Nature* publication detailing magnetically actuated robotic capsules designed to pinpoint focal lesions. Similar pipelines are being adapted to classify pancreatic tissue abnormalities and regional lymphadenopathy, rigorously benchmarked against panels of expert endoscopists.

Developing the algorithm is often the easiest part. Bringing **Software as a Medical Device (SaMD)** through the FDA and global regulatory corridors remains an uphill battle. When the codebase is treated with the same safety profile as a physical implant, engineers and clinicians must operate hand-in-glove to prove algorithmic reproducibility, fail-safe mechanisms, and software stability. Dr. G.V. Rao delivered a sweeping view of hepatobiliary and surgical applications, detailing work spanning metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASLD), hepatocellular carcinoma (HCC), and cholangioscopy. Where does the hard evidence actually live? Right now, it resides inside the lumen of the colon. Data from landmark trials—such as CAD-EYE and the ENDO-AI series—demonstrate significant reductions in polyp miss rates. Real-time **Computer-Aided Detection (CADe)**, which flags suspect mucosal anomalies directly on the video feed, has driven documented gains in the adenoma detection rate (ADR) and the capture of flat, sessile serrated lesions. It is vital to temper expectations here: surgical robotics and real-time intraoperative guidance remain firmly in the proof-of-concept phase. Beyond the operating room, LLMs are being adapted for patient-facing triage and discharge education, but without clear regulatory guardrails, institutional liability remains a massive blind spot.

The afternoon ethics panel tackled the questions that keep translational researchers awake at night: How do we foster physician trust without inducing complacency?

A seminal 2023 *American Journal of Gastroenterology* study led by Komanduri and colleagues found that while roughly 68% of physicians view clinical AI positively, their enthusiasm is tempered by valid anxieties around transparency, privacy, liability, and physician education. The friction lies in the spectrum between **augmentation** (amplifying human decision-making) and **automation** (delegating the decision entirely). AI will not replace gastroenterologists or hepatologists. Rather, the clinicians who understand how to responsibly leverage AI will outpace those who do not. Our imperative right now is pragmatic governance. We need rigorous prospective validation, vendor transparency, standardized performance metrics, and a culture that views algorithmic output as a secondary opinion rather than an absolute verdict. The human clinician must remain an active, discerning pilot in the loop. WCOG 2026 proved that the computational foundations are here. Now begins the unglamorous, essential work of proving that it truly improves human lives.





Swagata Purakait,
Research Assistant JCMLRI

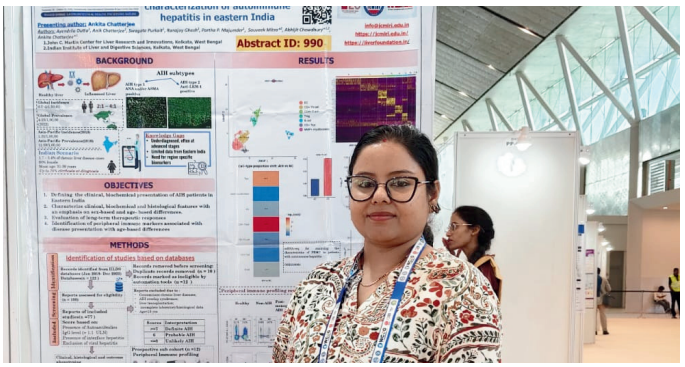
মে ঘ - বা ড়ি র গ ল্প

LIVER FOUNDATION SHINES AT THE WORLD CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY 2026

Liver Foundation, West Bengal proudly participated in the prestigious World Congress of Gastroenterology 2026, held from September 30th to October 4th at Yashobhoomi, New Delhi. Our team made significant contributions to global discussions on gastroenterological advancements. Professor Abhijit Chowdhury, Chief Mentor of the Liver Foundation, West Bengal, delivered an insightful talk on the pathophysiology of MAFLD (Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease), shedding light on critical aspects of this growing health concern.

Dr. Souveek Mitra of IILDS expertly chaired a dynamic session focused on portal hypertension, guiding engaging discussions among international experts. Further showcasing our research, Dr. Ankita Chatterjee of JCMLRI presented a compelling poster on Autoimmune Hepatitis, highlighting new findings and perspectives in this complex field. JCMLRI remains committed to advancing gastroenterology through research, education, and active participation in global scientific forums.





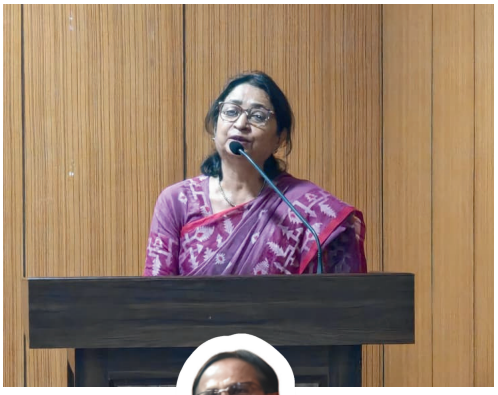


লিভার ফাউন্ডেশনের বিজয়া সম্মিলনী

শারদোৎসবের শেষে লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ ২৭ অক্টোবর আয়োজন করেছিল বিজয়া সম্মিলনীর। ফাঙ্গিসিলি মিতশালি প্রেক্ষাগৃহে এদিনের বিকেল ভরে উঠেছিল পারস্পরিক শুভ কামনা, নাচ, গান আর আবৃত্তির ছন্দে।
অনুষ্ঠান সূচনার বক্তব্যে লিভার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় জানান, এই প্রথম বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন লিভার ফাউন্ডেশন করলো।



তবে প্রথম বলে পরিকল্পনা এবং উদ্যমের কোনও খামতি ছিল না। অনুষ্ঠানের সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডক্টর মধুমিতা দোবে। তাঁর কণ্ঠে "সবারে বাস রে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না" - শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন। ডাক্তার চন্দন চট্টোপাধ্যায়, অদিতি মণ্ডল, জয়িতা সিংহ , শিঞ্জিনী চন্দ্রের গানও উপস্থিত সকলের মন ভরিয়ে দেয়। দর্শকরা উপভোগ করেন কথা সাউয়ের নৃত্য পরিবেশনা।





এদিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল আবৃত্তি পর্ব। লিভার ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা ডাক্তার অভিজিৎ চৌধুরী আবৃত্তি করেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন ' কবিতাটি। শ্রীতমা মণ্ডল আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পূজার সাজ' কবিতা। অনুষ্ঠান শেষে ছিল বিজয়ার মিষ্টিমুখের পালা।
নাচ, গান আর আবৃত্তি ঘিরে এই বিজয়া সম্মিলনী শুধু কিছু সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সমাহার ছিল না, এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল পারস্পরিক সম্প্রীতি, আনন্দ এবং সংস্কৃতির এক মিলনমেলা।















The Newsletter Team: Madhumita Datta, Dipesh Das, Suparna Chattapadhayay